ইসলামে পোশাকের বিধান

প্রফেসর ড. জামাল আল বাদাবী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামে পোশাকের বিধান

প্রফেসর ড. জামাল আল বাদাবী

অনুবাদ

মোঃ শামীম আহসান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

ইসলামে পোশাকের বিধান

মূল : প্রফেসর ড. জামাল আল বাদাবী

অনুবাদ : মোঃ শামীম আহসান

ISBN : 984-8203-11-7

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com
Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

পঞ্চম প্রকাশ
ডিসেম্বর : ২০১২
অগ্রহায়ণ : ১৪১৯
মহররম : ১৪৩৪

মূল্য : ২০ টাকা মাত্র US $ 2

Islame Poshaker Bidhan (The Muslim Woman's Dress) originally written by Prof. Dr. Jamal Al Badawi. Translated by Md. Shameem Ahsan. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka 1230. Phone : 8950227, 8924256. Email: biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com, Website : www.iiitbd.org. Price : BDT 20.00, US $ 2.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. জামাল আল বাদাবী তাঁর দি মুসলিম উইমেন ড্রেস পুস্তিকাটি মূলত মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আল-আলবানীর আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থ হিজাবুল মারাতিল-মুসলিমাহ ফিল কিতাব ওয়াস্সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) পুস্তিকাটি বাংলায় "মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক" শিরোনামে অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম নারী ও পুরুষের পোশাক কী হবে এ নিয়ে সাম্প্রতিককালে মুসলমানদের মাঝে এক ধরনের বিতর্ক ও আলোচনা চলছে। প্রফেসর ড. জামাল আল বাদাবী এ প্রেক্ষাপটে সমস্যাটি নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। পোশাক সম্পর্কিত আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা এ পুস্তিকায় আলোচিত হয়নি। এ আলোচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পোশাক সম্পর্কিত আল্লাহর সে সব বিধি-নিষেধ যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং যা তাঁর মনোনীত বাণী বাহক নবি মুহাম্মাদ সা. ব্যাখ্যা করেছেন।

পুস্তিকাটি পুন:প্রকাশের ফলে পোশাক পরিচ্ছদের বিধান সম্পর্কে ধারণা বহুলাংশে সুস্পষ্ট হবে এবং এ সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান ঘটবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ইতোমধ্যে পুস্তিকাটির চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের চাহিদার কারণে এ পুস্তিকাটির সংশোধিত সংস্করণ "ইসলামে পোশাকের বিধান" শিরোনামে প্রকাশ করা হলো। এ সংশোধিত অনুবাদ যদি পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং তাদের মাঝে এ বিষয়ে জানার অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করে তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

সূচি

ভূমিকা			০৬
প্রথম অধ্যায় : মুসলিম নারীর পোশাক			
প্রথম শর্ত	:	শরীর আবৃত করা	০৯
দ্বিতীয় শর্ত	:	পোশাক স্কিনটাইট বা আঁটসাঁট হবে না	১১
তৃতীয় শর্ত	:	পোশাক মোটা ও ভারী হবে	১২
চতুর্থ শর্ত	:	সৌন্দর্য আড়াল করতে হবে	১৩
পঞ্চম শর্ত	:	পোশাকের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য	১৪
	ক.	নারীর পোশাক পুরুষের পোশাক থেকে ভিন্ন হবে	১৪
	খ.	মুমিন নারীর পোশাক অন্য ধর্মাবলম্বিদের মতো হবে না	১৪
	গ.	মুমিন নারীর পোশাক গর্ব বা অহংকারের হবে না	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : মুসলিম পুরুষের পোশাক			
প্রথম শর্ত	:	পুরুষের পোশাক আওরাহ্ আবৃত করবে	১৫
দ্বিতীয় শর্ত	:	পুরুষের পোশাক লুজ বা ঢিলেঢালা হবে	১৫
তৃতীয় শর্ত	:	পুরুষের পোশাক পুরু হবে	১৫
চতুর্থ শর্ত	:	পুরুষের পোশাক দৃষ্টি আকর্ষণীয় হবে না	১৫
পঞ্চম শর্ত	:	পুরুষের পোশাকের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য	১৫
	ক.	পুরুষের পোশাক মহিলাদের মতো হবে না	১৬
	খ.	মুমিন পুরুষের পোশাক অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতো হবে না	১৬
	গ.	পুরুষের পোশাক গর্ব বা অহংকারের হবে না	১৬
	ঘ.	পুরুষ সিল্ক ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার করবে না	১৬
উপসংহার			১৬
গ্রন্থপঞ্জি			১৬

www.pathagar.com

ইসলামে পোশাকের বিধান

প্রফেসর ড. জামাল আল বাদাবী

অনুবাদ
মো: শামীম আহসান

---

১. এ রচনাটি মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আল-আলবানীর হিজাবুল মারাতিল-মুসলিমাহ্ ফিল কিতাব ওয়াস্‌সুন্নাহ, তৃতীয় সংস্করণ, আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, লেবানন, ১৮৪৯ হিজরি (১৯৬৯) এর ওপর ভিত্তি করে রচিত এবং পরবর্তীতে প্রফেসর ড. জামাল আল বাদাবী এটি পুর্নবিন্যাস করেন যা আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স দি মুসলিম উইমেন ড্রেস নামে প্রকাশ করে। এ রচনায় ব্যবহৃত অন্যান্য তথ্যসূত্র হচ্ছে - তাফসির ইবনে কাসীর, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী কৃত কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ এবং সাইয়েদ কুতুব কৃত কুরআনের তাফসির ফি যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ সাবিকের ফিকহ্‌-উস-সুন্নাহ্ এবং প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভির আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম এবং মিশকাত-উল-মাসাবীহ্।

www.pathagar.com

ভূমিকা

একজন মুসলিম পুরুষ বা নারীর পোশাকের বিষয়টি কারো কারো কাছে গুরুত্বহীন মনে হতে পারে। কিন্তু ইসলামি শরিয়াহ্-তে এর নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত তাৎপর্য রয়েছে। কুরআনের শিক্ষা অনুসারে কাউকে প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে : মানব জীবনের যে সকল বিষয় আল্লাহ্ ও রসুল সা. নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছা, মতামত এবং পছন্দকে তাঁর প্রতি সমর্পন করা। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَن يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে (সুরা আহযাব ৩৩ : ৩৬)।

উল্লেখিত আয়াত থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কারো ব্যক্তিগত মতামত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা অথবা পছন্দ-অপছন্দকে আল্লাহর আদেশের ওপরে স্থান দেওয়া অথবা সমপর্যায়ের মনে করা যাবে না। কারণ এর অর্থ হচ্ছে সে অহংকার এবং মিথ্যা দম্ভ করলো এবং মরণশীল ব্যক্তিটি যেন বললো : 'হে আমার স্রষ্টা, তোমার আইন হচ্ছে তোমার নিজের মতামত। আমার নিজস্ব মতামত রয়েছে এবং আমি জানি আমার জন্য কী শুভ'। শুধুমাত্র একজন কাফের ও মুনাফেকই আল্লাহর নির্দেশনার বিপরীতে এভাবে বলতে পারে; ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামি বিধি-বিধান অনুসরণে তার যত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকুক না কেন, এটি কোনো মুমিনের মনোভাব হতে পারে না।[২]

---

[২] দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে :

ক. আল্লাহর বাণীকে সত্য ও পরম বাণী হিসেবে গ্রহণ করা এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী থাকা; যদিও তা জীবনে তার পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

খ. ব্যক্তিগত মতামত অথবা অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধ এবং পারিপার্শ্বিক চাপকে আল্লাহর বিধি-বিধানের চেয়ে অধিকতর বৈধ ভাবা এবং আল্লাহর আইন লঙ্ঘনকে ন্যায়ানুগ বা ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য নানাবিধ অজুহাত বের করা। পরবর্তী মানসিকতাটি শুধু নিন্দনীয় নয় কুফরের পরিচায়কও বটে।

www.pathagar.com

কখনো সত্যের অকপট ও সহজ-সরল প্রকাশ ঘটলে তা কোনো আন্তরিক ও একনিষ্ঠ মুসলমানের জন্য কিছুটা হলেও অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে। তাই মনে হতে পারে যে, এ ধরনের বিষয় পুরোপুরি পরিহার অথবা কিছুটা অস্পষ্টতার সাথে উপস্থাপন করা নিরাপদ ও কৌশলের পরিচায়ক। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে একে অপরের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ না দেখার ভান করা এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ অমান্য করাকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করার জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করা অধিকতর নিরাপদ ও চাতুর্যপূর্ণ মনে হতে পারে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নতুন কিছু নয় এবং এর পরিণতিও সকলের জানা। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ، كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

বনি ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ঈশা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। এটি একারণে যে তারা ছিলো অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট (সুরা মায়েদা ৫ : ৭৮-৭৯)।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম নারীর পোশাক

মুসলিম নারীর পোশাক-পরিচ্ছেদ ইসলামি বিধি-বিধান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে :

প্রথম শর্ত : শরীর আবৃত করা

নির্ধারিত বিশেষ কিছু অংশ ছাড়া পোশাক দিয়ে অবশ্যই পুরো শরীর আবৃত করতে হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ * وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

মুমিনদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে; এটি তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে; তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন খিমার দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাস, যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (সুরা নূর ২৪ : ৩০-৩১)।

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দু'টো প্রধান বিষয়ের প্রতি দিকনির্দেশ করছে :

১. একজন মুসলিম নারীর স্বাভাবিকভাবেই যা প্রকাশিত হবে (মা দাহারা মিনহা)[৩] অথবা যা সচরাচর প্রকাশমান তা ছাড়া[৪] তার সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা (জিনাহ্) প্রদর্শন করবে না। 'জিনাহ্'[৫] শব্দটি আবার দু'টি প্রাসঙ্গিক অর্থের সমাহার। (ক) স্বাভাবিক শারীরিক সৌন্দর্য[৬]; এবং (খ) অলংকারাদি ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট সৌন্দর্য যেমন – কানের দুল, ব্রেসলেট, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি।

এ বিধি-বিধানের নিষেধাজ্ঞা থেকে নারীর সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা (জিনাহ্)-র যে অংশটি অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাকে আবার দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

ক. মুখ ও হাত : বর্তমান ও অতীতের ফকিহ্ বা আইনজ্ঞদের অধিকাংশের উপলব্ধি হচ্ছে একজন মুসলিম নারী তার মুখ ও হাত ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশ আবৃত করে রাখবে[৭]। এ মত ইজমা (ঐকমত্য) দ্বারা সমর্থিত। একজন মুসলিম নারী হজ্ব এবং নামাযের সময় তার মুখাবয়ব ও হাত খোলা রাখতে পারবে। এটি ইসলামের বিধি-বিধান দ্বারা সমর্থিত। শরীরের বাকি অংশ আওরাহ্ (যা আবৃত করতে হবে)[৮] বলে গণ্য করা হয়। এ মত একটি হাদিসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যাতে

---

৩ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯০৪।

৪ এম. এম. পিকথল, মিনিং অব দি গ্লোরিয়াস কুরআন, পৃষ্ঠা ২৫।

৫ আরবি অভিধান লিসানল-আরব অনুসারে জিনাহ্র অর্থ হচ্ছে সে সব যা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, নিমত সিদক্বী, আত-তাবররুজ, ১৭তম সংস্করণ, দারুল ইতিসাম, মিশর, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ২০-২১।

৬ কুরআনে জিনাহ্ বলতে শিশু, সম্পদ ও আল্লাহর সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে বুঝানো হয়েছে। দেখুন কুরআন ১৭ : ৪৭, ১৬ : ৮, ৩৭ : ৬ এবং ৩ : ১৪।

৭ এটি ইমাম মালিক, ইমাম শাফি, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মত। দেখুন আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১-৪২।

৮ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় আবৃত করার প্রয়োজন নেই। এর সমর্থনে আল-বানী অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। এটি বলাই যথেষ্ট যে নামায ও হজ্বের মতো ইবাদত পালনের সময় মহিলাদের মুখ ও হস্তদয় খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে। দেখুন প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫-৪৬।

www.pathagar.com

রসুল সা. বলেছেন "... যদি কোনো মেয়ে সাবালিকত্ব অর্জন করে তখন তার শরীরের কোনো অংশ যেন দেখা না যায় - তিনি মুখ ও হস্তদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন" ।

খ. নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে : অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতি যেমন - ঝড়োবেগে বাতাস বইতে থাকা অথবা বিশেষ কারণে যদি ব্রেসলেট বা বহিঃঅঙ্গের পোশাক-পরিচ্ছেদ সরে যাওয়ার ফলে মহিলাদের শরীরের কোনো অংশ দৃষ্টিগোচর হয়[৯] ।

২. মাথার আবরণ (খুমুর) দ্বারা ঘাড় (জুয়ুব) আবৃত করতে হবে। খুমুর হচ্ছে আরবি খিমার শব্দের বহুবচন যার অর্থ মাথার আবরণ[১০] । জুয়ুব হচ্ছে আরবি জাইব শব্দের বহুবচন যা আরবি মূল শব্দ জায়ব হতে উদ্ভূত যা পোশাকের ঘাড়ের অংশের দিক নির্দেশ করে। এর অর্থ হচ্ছে মাথায় আবরণ এমনভাবে দিতে হবে যা কেবলমাত্র চুলকেই আবৃত করবে না বরং পুরো কাঁধ থেকে বক্ষ পর্যন্ত আবৃত করবে।

দ্বিতীয় শর্ত : পোশাক স্কিনটাইট বা আঁটসাঁট হবে না

নারীদের পোশাক হতে হবে যথেষ্ট ঢিলেঢালা যাতে তাদের শরীরের অবয়ব, গঠন বা আকার-আকৃতি দৃশ্যমান না হয়। এ বিধান উপরে উল্লেখিত সুরা নূরের ৩০-৩১ আয়াতের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং জিনাহ্‌কে সুনিশ্চিতভাবে আবৃত করার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। এমনকি এমন আঁটসাঁট পোশাক নয় যা সারা শরীর আবৃত করে বটে; তবে বক্ষ, কটি, নিতম্ব, পৃষ্ঠদেশ, উরুর মতো নারীদেহের আকর্ষণীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকট করে তোলে। এসব যদি স্বাভাবিক সৌন্দর্য অথবা জিনাহ্‌র অংশ না হয়ে থাকে তবে আর কী?

---

৯ এ ধরনের কঠোর বা অনমনীয় ব্যাখ্যার একটি দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, অনিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিস্থিতি সুনির্দিষ্টকরণ ছাড়াই তা স্বাভাবিকভাবে মার্জনা করা হয়েছে। বস্তুত কুরআন ২৪ : ৩১ আয়াতের মাধ্যমে সকল জিনাহ্‌কে অব্যাহতি প্রদান করেছে যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত (মা দাহারা মিনহা), যা নিজেই বিশেষ ছাড় প্রদানের ইঙ্গিত দেয়। এ ছাড় দেওয়ার বিষয়টি আসমা বর্ণিত হাদিসে দেখা যাবে যা পরবর্তিতে আলোচনা করা হয়েছে (তৃতীয়শর্ত পোশাক মোটা, পুরু ও ভারী হবে)। দেখুন আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫-৪৬।

১০ আল-আলবানীর মতে খিমারের এ অর্থ ইবন উল আযীর মতো বিশেষজ্ঞ তাঁর গ্রন্থ আন নাহিয়াহ এবং তাফসির ইবনে কাসীর এবং অন্যান্য গ্রন্থেও রয়েছে। আল-আলবানী উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে কোনো ভিন্নমত তার জানা নেই। দেখুন আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪।

www.pathagar.com

নবি মুহাম্মাদ সা. একবার পাতলা কাপড় উপহার হিসেবে পান। তিনি তা ওসামাহ বিন জায়েদকে দেন। ওসামাহ্ তা তার স্ত্রীকে দেন। নবি ওসামাকে প্রশ্ন করেন তিনি কেন তা পরিধান করেননি। উত্তরে ওসামাহ্ বলেন যে, তিনি তা তার স্ত্রীকে দিয়েছেন। রসুল সা. ওসামাকে বলেন : তোমার স্ত্রীকে এ পোশাকের নিচে একটি গোলালাহ পরিধান করতে বলো। কারণ আমি আশংকা করছি এ পোশাক তার শরীরের অবয়ব দৃশ্যমান করে তুলতে পারে[১১]। আরবি শব্দ গোলালাহ্ অর্থ হচ্ছে এক ধরনের মোটা বা পুরু কাপড় যা পোশাকের নিচে পরিধান করা হয় যাতে শরীরের আকৃতি প্রকট না হয়ে উঠে।

শরীরের আকৃতি ঢেকে রাখার জন্য সর্বত্তোম পন্থা হচ্ছে পোশাকের উপর একটি চাদর পরিধান করা। নবি মুহাম্মাদ সা.-এর নির্দেশ হচ্ছে, চাদর ছাড়াও মহিলাদের পোশাক যদি ইসলামি মানদণ্ড পূর্ণ করে তবে তা নামাযের জন্যও বৈধ[১২]।

তৃতীয় শর্ত : পোশাক মোটা ও ভারী হবে

পোশাক এতটাই পুরো হবে যার ফলে আবৃত শারীরিক রঙ প্রকাশ না পায় অথবা শরীরের আকৃতি বা গঠন প্রকাশিত না হয়ে পড়ে যা আড়াল করা দরকার।

সুরা নূরের ২৪-৩১ আয়াতের মূল কথা হচ্ছে মহিলাদের মুখ ও হস্তদ্বয় ব্যতীত (যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়) পুরো শরীর ঢেকে রাখা। এটি সুস্পষ্ট যে, পোশাক যদি এতই পাতলা হয় যে কারণে গাত্রবর্ণ বা শরীরের আকার-আকৃতি বা সৌন্দর্য দৃষ্টি গোচর হয় তবে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। রসুল সা. এ বিষয়টি সুন্দর বাচন ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন : আমার উম্মতের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এমন ধরনের মহিলা থাকবে যারা পোশাক পরবে যা হবে নগ্নতার নামান্তর; তাদের মাথার উপরিভাগ দেখতে মনে হবে উটের কুঁজের মতো। তাদের ওপর অভিসম্পাত কারণ তারা সত্যিকার অর্থেই অভিশপ্ত। অন্য এক বর্ণনায় নবি মুহাম্মাদ সা. এধরনের নারীদের সম্পর্কে বলেন : তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকি এর এতটুকু সুগন্ধও পাবে না।[১৩]

---

১১ এ হাদিসটি মুসনাদে আহমাদ এবং আল-বায়হাকিতে উল্লেখিত এবং সুনানে আবু দাউদের মতো অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত। দেখুন আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯-৬৩।

১২ দেখুন সাইয়েদ সাবিক, ফিকহ্-উস-সুন্নাহ, দারুল কিতাবিল আরবি। বৈরুত, লেবানন, ১৯৬৯, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৭।

১৩ আত তাবরানি এবং সহিহ মুসলিম। দেখুন আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬।

www.pathagar.com

একবার আবু বকর রা.-এর কন্যা আসমা তাঁর বোন রসুল সা.-এর স্ত্রী হযরত আয়েশার বাড়িতে বেড়াতে যান। যখন নবি দেখলেন যে আসমার পোশাক যথেষ্ট পুরো নয় তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : যদি কোন মেয়ে সাবালিকত্ব অর্জন করে তখন শরীরের কোনো অংশ যেন দেখা না যায় এবং তিনি তাঁর মুখ ও হস্তদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন।[১৪]

চতুর্থ শর্ত : সৌন্দর্য আড়াল করতে হবে

পোশাক এমন হবে না যার ফলে নারীর সৌন্দর্যে পুরুষ আকৃষ্ট হয়। কুরআন সুস্পষ্টভাবে জিনাহ্ বা সৌন্দর্য গোপন করার উদ্দেশ্যে মহিলাদের পোশাকের প্রয়োজনীয় দিকসমূহের নির্দেশ দিয়েছে। পোশাক যদি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে কারণে নারীর দিকে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহলে কিভাবে জিনাহ্ বা সৌন্দর্য অপ্রকাশিত থাকবে? কুরআন এজন্যই মুসলিম নারীদের কথা বলতে গিয়ে রসুল সা.-এর স্ত্রীদের সম্বোধন করে নির্দেশ করেছে :

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

জাহিলিয়াত যুগের নারীদের মতো জাঁকজমকপূর্ণ সাজ-সজ্জায় তোমরা নিজেদের ভূষিত করো না[১৫]।

---

১৪ একবার মহানবি সা. একজন বিবাহের কনে বা নববধূকে ফিনফিনে পাতলা পোশাকে দেখলেন এবং বললেন : যে নারী সুরা নূরে বিশ্বাস করে সে নারী এরূপ পোশাক পরিধান করবে না। সুরা নূর হচ্ছে সেই সুরা যাতে মুসলিম মহিলার পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য এক সময় বনী তামীম গোত্রের কিছু মহিলা ফিনফিনে পাতলা পোশাকে নবি পত্নী আয়শাকে দেখতে আসে। তাদের দেখতে পেয়ে মহানবি সা. বললেন : যদি তোমরা মুমিন নারী হয়ে থাকো তবে জেনে রাখো এটি মুসলিম নারীর পোশাক নয়। দেখুন প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬০।

১৫ কুরআনে যে শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে 'তাবাররুজ', যার অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্য প্রদর্শন। 'তাবাররুজ' হতে ব্যুৎপন্ন শব্দ হচ্ছে 'বুরুজ' যা কুরআনে (আয়াত ৪ : ৭৭, ১৫ : ১৬, ২৫ : ৬১, ৮৫ : ১) ব্যবহৃত হয়েছে। বুরুজ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচরীভূত অর্থে ব্যবহার করা হয়। নারী নানাভাবে স্পষ্ট দৃষ্টি গোচরীভূত হতে পারে। যেমন - পোশাকের ধরন, চলাফেরার ধরন অথবা আচরণের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

পঞ্চম শর্ত : পোশাকের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য [১৬]

উপরে উল্লেখিত সুস্পষ্ট শর্তাবলী ছাড়াও নারীর পোশাকের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার প্রয়োগ সময় ও স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় :

ক. নারীর পোশাক পুরুষের পোশাকের অনুরূপ হওয়া উচিত নয়। ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত রসুল সা. যে সব পুরুষ নারীদের মতো এবং যে সব নারী পুরুষদের মতো আচরণ করে তাদের অভিশম্পাত করেছেন[১৭]।

খ. মুমিন নারীর পোশাক অন্য ধর্মাবলম্বীদের পোশাক হিসেবে যা পরিচিত তদরূপ হওয়া উচিত নয়। শরীয়াহ-র সাধারণ নীতিমালা অনুসারে মুসলমানের থাকবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও অভিব্যক্তি যা তাদের আচার-আচরণ ও চেহারায় প্রস্ফুটিত হবে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে তাদের পৃথক করবে[১৮]।

গ. নারীর পোশাক খ্যাতি, গর্ব বা অহংকারের পরিচায়ক হবে না। মর্যাদার প্রতীক হিসেবে অতিশয় জমকালো পোশাক পরিধান করা অথবা মাত্রাতিরিক্ত জীর্ণ পোশাক পরে আত্মত্যাগী হিসেবে অন্যের প্রশংসা কুড়ানোর মাধ্যমে খ্যাতি অর্জনের প্রয়াস চালানো, উভয় উদ্দেশ্যই ইসলামি মানদণ্ডে যথার্থ নয়। রসুল সা. বলেছেন : যে কেউ দুনিয়ায় খ্যাতির জন্য পোশাক পরবে আল্লাহ্ হাশরের দিনে তাকে অপমানজনক পোশাক পরাবেন[১৯]।

---

১৬ আল-আলবানীর মতে মহিলারা পোশাকে খোশবু ব্যবহার করতে পারবে না। মুসলিম মহিলারা যখন ঘরের বাইরে এমনকি মসজিদে যাওয়ার সময়ও তাদের পরিধেয় বস্ত্রে খোশবু ব্যবহার করতে পারবে না। এ ব্যাপারে কয়েকটি সুস্পষ্ট হাদিসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। দেখুন আল-আলবানী, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৬৪-৬৬।

১৭ সহিহ্ আল-বোখারী, সুনানে আবু-দাউদ, আহমাদ, আদ-দারিমী দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদিসের জন্য দেখুন আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৯।

১৮ কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন, আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮-১০৯।

১৯ এ হাদিস এবং এর অন্যান্য ভাষ্যের জন্য দেখুন, আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১০-১১১।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিম পুরুষের পোশাক

মুসলিম পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছেদ ইসলামি বিধি-বিধান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম নারী ও পুরুষ উভয়ের পোশাকের অবশ্য পালনীয় শর্তাবলী মূলত একই; ব্যবধান প্রধানত শুধু পরিমাণ বা মাত্রাগত দিক থেকে। এ বিষয়টি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যাবে যদি ইসলাম আওরাহ্-কে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে সে দিকে দৃষ্টিপাত করলে। আওরাহ্ বলতে শরীরের সে সব অংশকে আবৃত করা বুঝায় যা সর্বাবস্থায় আবৃত করতে হবে যদি না অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট আদেশ বা বিধি-বিধান থেকে থাকে। নারী-পুরুষ সকলের ইবাদত বৈধ হওয়ার জন্য 'আওরাহ্' আবৃত করা একটি মৌলিক শর্ত।

কুরআন এবং সুন্নাহ-র ভিত্তিতে ফিকাহবিদ বা আইনজ্ঞদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে যে আওরাহ্ বলতে মহিলার ক্ষেত্রে বুঝাবে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত সমস্ত শরীর। আর পুরুষের ক্ষেত্রে বুঝাবে নাভি থেকে জানুর বা হাঁটুর মধ্যস্থিত অংশ[২০]। নারী-পুরুষের আওরাহ্র বিধি-বিধানের আওতায় পোশাকের চারটি মৌলিক শর্ত নিম্নে আলোচিত হয়েছে :

প্রথম শর্ত : পুরুষকে তার আওরাহ্ পুরোপুরি আবৃত করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত : পুরুষের পোশাক এতটা লুজ বা ঢিলেঢালা হতে হবে যার ফলে পুরুষ যা আবৃত করেছে তার আকার-আকৃতি প্রকট না হয়ে উঠে বা প্রকাশিত না হয়।

তৃতীয় শর্ত : পুরুষের পোশাক এতটা মোটা হবে যার ফরে গাত্রবর্ণ বা শরীরের যে অংশ আবৃত করা দরকার তা প্রকাশিত না হয়ে পড়ে।

চতুর্থ শর্ত : পুরুষের পোশাক এমনভাবে ডিজাইন করা উচিত নয় যাতে অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সকল মুমিন পুরুষের সংযত পোশাকের মৌলিক নীতি অনুসরণ এবং লোক দেখানোর নীতি পরিহার করা আবশ্যক।

পঞ্চম শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতিরিক্ত তিনটি শর্ত পুরুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য :

---

২০ পুরুষের ক্ষেত্রে হাঁটু এবং উরু আওরাহ্-র অন্তর্ভুক্ত কিনা এ ব্যাপারে ফকিহ বা আইনজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উভয় মতের সপক্ষে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার জন্য দেখুন সাইয়েদ সাবিক, ফিকহ্-উস-সুন্নাহ্, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৭।

www.pathagar.com

ক. পুরুষের পোশাক সে সব পোশাকের মতো হবে না যা মহিলার পোশাক হিসেবে পরিচিত।

খ. মুমিন পুরুষের পোশাক যা অন্য ধর্মাবলম্বীদের পোশাক হিসেবে পরিচিত তদনুরূপ হওয়া উচিত নয়।

গ. পুরুষের পোশাক খ্যাতি, গর্ব বা অহংকারের পরিচায়ক হবে না।

ঘ. উপরে বর্ণিত সীমাবদ্ধতার অতিরিক্ত যে বিধি-নিষেধ মুসলিম পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদের বেলায় প্রযোজ্য তা হলো পুরুষের জন্য সিল্ক ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার বৈধ নয়। এ নিষেধাজ্ঞা অবশ্য মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

উপসংহার

পোশাক সম্পর্কিত আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা এ পুস্তিকায় আলোচিত হয়নি। এ আলোচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পোশাক সম্পর্কিত আল্লাহর সে সব বিধি-নিষেধ যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং যা তাঁর মনোনীত বাণীবাহক নবি মুহাম্মাদ সা. ব্যাখ্যা করেছেন। এসব বিধি-নিষেধ সকল মুসলিম নারী-পুরুষের মেনে চলা উচিত। যদি কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটে তবে সে জন্য তাদেরকে আখেরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। বস্তুত স্বামী-স্ত্রী এবং পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার ক্রোধ হতে মুক্তি অর্জনের জন্য একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, উপদেশ দেওয়া এবং সাহায্য করা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উপলব্ধি করা দরকার যে, জোর করে বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য অর্জিত হবে না। বরং এটি অর্জিত হতে পারে আল্লাহর প্রতি পরম ভালোবাসা এবং তাঁর নির্দেশ চূড়ান্ত সত্য হিসেবে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে যদিও তা কারো ব্যক্তিগত মতের বিপরীত হয়। আর এভাবেই পরিবর্তন সাধন সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

- ট্রান্সলেশন অব দি মিনিংস অব আল-কুরআন, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী এবং এম. এম. পিকথল।
- আল-হাদিস, যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
- মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আল-আলবানী, হিজাবুল-মরাতিল মুসলিমাহ ফিল কিতাব ওয়াসসুন্নাহ, তৃতীয় সংস্করণ, আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, লেবানন, ১৩৮৯ হিজরি (১৯৬৯)।
- প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, মাকতাবাত ওয়াহবাহ, কায়রো, ১৩৯৬ হিজরি (১৯৭৬)।
- সাইয়্যেদ সাবিক, ফিকহ্-উস-সুন্নাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯২ হিজরি (১৯৭৩)।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. জামাল আল বাদাবী বর্তমানে কানাডার হ্যালিফ্যাক্স-এর সেন্ট মেরী'স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের ভিজিটিং প্রফেসর। মিসরে জন্মগ্রহণকারী এই মনীষী তরুণ বয়স থেকেই ইসলামি আন্দোলনের মূলধারার সাথে যুক্ত। ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের নাগরিকদের নানামুখী প্রশ্নের সহজ-সরল জবাব প্রদানে জামাল বাদাবী'র পারদর্শিতা অনেক অমুসলিমকেও মুগ্ধ করে। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর হাত ধরে বিপুল সংখ্যক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মনোজ্ঞ উপস্থাপনায় জটিল ফিক্‌হী বিষয়ও সাধারণের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠে। ইসলাম ধর্মের কালোত্তীর্ণ, বিশ্বজনীন ও মানবিক আবেদন তাঁর কথা ও লেখনীতে উঠে আসে। আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ তাঁর জবানীতে পায় যুগ জিজ্ঞাসার সুন্দরতম সমাধান।

www.pathagar.com